আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১২ অক্টোবার ২০০৫

সকল স্থানের মানুষকে গত বছর স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বের এমন কোন জায়গা নেই যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে মুক্ত। ভারত মহাসাগরে ব্যাপক ভূমিকম্প ও সুনামি থেকে খরা ও পঙ্গপালে লন্ডভন্ড আফ্রিকার দেশসমুহ , যুক্তরাষ্ট্র, ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হ্যারিকেন ও ঘুর্ণিঝড়ে সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে ইউরোপ ও এশিয়ায় বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাজার হাজার লোক জীবন হারিয়েছে, এবং লাখ লাখ লোক হারিয়েছে তাদের জীবিকা।

যে শিক্ষা আমাদের গ্রহন করতে হবে তা এ বছরের আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্য "দুর্যোগ প্রতিরোধে বিনিয়োগ করুন" এর মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করতে পারিনা, তবে দুর্যোগে টিকে থাকতে ব্যক্তি ও সমাজকে আমরা ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারি এবং তাদের প্রস্তুত করতেই হবে। প্রকৃতির রুদ্ররোষে যারা সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে সচরাচর তারা হ'ল সবচেয়ে দরিদ্র, যার অর্থ হ'ল আমরা যখন দারিদ্র্য হ্রাস করি, তখন আমরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাও হ্রাস করি।

এই আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋন বর্ষে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সামান্য সুযোগ প্রাপ্ত বা আদৌ সুযোগ না পাওয়া লোকদের ক্ষমতায়ন, এবং এর মধ্য দিয়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আয় বহুমুখীকরন এবং দুর্যোগ বীমা প্রসারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়ন দুর্যোগ-পুর্ব মোকাবেলা ব্যবস্থা যেমন জোরদার করতে পারে, তেমনি দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারও ত্বরান্বিত করতে পারে।

এগুলো হলো নতুন উদ্ভাবিত উদ্যোগ যা জানুয়ারীতে বিশ্ব দুর্যোগ প্রশমন সম্মেলনে গৃহীত এবং সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে পুনর্ব্যক্ত হাইয়োগো কর্ম কাঠামো ২০০৫-২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি বছরে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তারপর এই আন্তর্জাতিক দিবসে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে সমর্থ সমাজ গঠন ও জীবন রক্ষার লক্ষ্যে এই কাঠামো বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্য বিদুরন ও দুর্যোগ প্রতিরোধে বিনিয়োগ করার জন্য আমি সকল পর্যায়ে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ গ্রুপ, এবং বেসরকারী খাতের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

* ** *